প্রশ্নোত্তরে
জুমু'আ ও খুৎবা

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।

পরিমার্জনে

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পিএইচডি (উসূলুল ফিক্‌হ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জবাবদাতা: 'আপনার জিজ্ঞাসা' এনটিভি, 'সরল পথ' দিগন্ত টেলিভিশন

প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচডি (আকীদাহ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মোনাওয়ারাহ
অধ্যাপক, আল ফিক্‌হ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

পিএইচডি (ফিক্‌হ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মোনাওয়ারাহ
সহকারী অধ্যাপক, আইআইইউসি, ঢাকা ক্যাম্পাস

সবুজপত্র

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে। কুরআন কারীমের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম ও পরে আয়াত নাম্বার। আর হাদীসগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথমে হাদীসগ্রন্থের নাম ও পরে হাদীস নাম্বার প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস সংকলনগুলোতে এক সংস্থার নাম্বারের সাথে অপর সংস্থার নাম্বারের মিল নেই। এ সমস্যা সমাধানে উক্ত বইয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'মাকতাবা শামেলা' প্রদত্ত ক্রমিক নাম্বারকে অনুসরণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটেও একই নাম্বার অনুসরণ করা হয়েছে। ডা. যাকের নায়েকও এ নাম্বার দিয়েই উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং আধুনিক প্রকাশনীর নাম্বারও দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে 'ইফা' এবং আধুনিক প্রকাশনীকে শুধু 'আধুনিক' লেখা হয়েছে।

জুমু'আর দিন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় দাঁড়িয়ে ফেরেশতারা অগ্রগামীদের নাম তালিকাভুক্ত করেন, মসজিদে কে প্রথম এল, এরপর কে এল, এ সিরিয়াল অনুযায়ী তারা মুসল্লীদের নাম ফেরেশতাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন। আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَضَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهَدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَا جَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

'জুমু'আর দিন মসজিদের দরজায় ফেরেশতা এসে হাজির হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা সর্বাগ্রে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকে। প্রথম ভাগে যারা মসজিদে ঢুকেন তাদের জন্য উট, ২য় বারে যারা আসেন তাদের জন্য গরু, ৩য় বারে যারা আসেন তাদের জন্য ছাগল, ৪র্থ বারে যারা আসেন তাদের জন্য মুরগি ও সর্বশেষ ৫ম বারে যারা আগমন করে তাদের জন্য ডিম কুরবানী বা দান করার পরিমাণ সওয়াব লিখে থাকেন। আর যখন ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠে পড়েন তখন ফেরেশতারা তাদের এ খাতা বন্ধ করে খুৎবা শুনতে বসে যান।' বুখারী: ৯২৯, ইফা ৮৮২, আধুনিক: ৮৭৬]

প্রথম অধ্যায়

জুমু'আর হুকুম ও ইতিকথা

প্রশ্ন-১. জুমু'আর সালাতের হুকুম কী?

উত্তর: ফরয; তবে ঐসব পুরুষদের জন্য, যাদের উপর জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

"হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরে (অর্থাৎ সালাত আদায়ের জন্য) ছুটে আস।" [সূরা ৬২: জুমু'আ ৯]

উল্লেখ্য যে, فَاسْعَوْا 'ফাস'আউ' শব্দের অর্থ এখানে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ আযান হওয়ামাত্র সকল কাজ বাদ দিয়ে সালাত আদায়কে সবকিছুর উপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। সালাতে দৌড়ে আসতে হবে– এটা বুঝানো হয়নি। কারণ দৌড়ে এসে সালাতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সালাতে আসতে হয় খুশু-খুযু, ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সঙ্গে।

প্রশ্ন-২. জুমু'আর নামকরণ কিভাবে হয়?

উত্তর: মুসল্লীদের জমায়েত হওয়ার কারণে এ দিনের নাম জুমু'আর দিন অর্থাৎ জমা হওয়ার দিন। 'জুমু'আ' অর্থ সমাবেশ বা সম্মেলন।

প্রশ্ন-৩. জুমু'আ কখন ফরয হয়?

উত্তর: প্রথম হিজরীতে হিজরতের পরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা আগমনের সাথে সাথে জুমু'আ ফরয হয়।

প্রশ্ন-৪. সর্বপ্রথম জুমু'আ কোথায় পড়া হয়েছিল?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জুমু'আ পড়েছিলেন মদীনার কুবা ও মসজিদে নববীর মধ্যবর্তী 'বনু সালেম ইবনে আউস' গোত্রে। [ইবনু শাইবা, তারীখুল মদীনা: ১/৬৮।

বর্তমানে এ জায়গায় নির্মিত মসজিদটির নাম 'মসজিদে জুমু'আ'। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে জুমু'আ আদায় শুরু করেন। বর্তমান সৌদি আরবের পূর্ব এলাকা বাহরাইনের একটি গ্রামের নাম 'জুওয়াছা'। [বুখারী: ৮৯২, ইফা ৮৪৮, আধুনিক ৮৪১]

এ এলাকায় আবদে কাইস গোত্রের বসতি ছিল। অতঃপর এখানে জুমু'আ পড়া শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ঐ বাহরাইন বর্তমান রাষ্ট্র বাহরাইন নয়।

প্রশ্ন-৫. জুমু'আ ও যোহরের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: পাঁচটি পার্থক্য আছে– (১) যোহর সকল প্রাপ্তবয়স্ক বিবেক সম্পন্ন মুমিন নর-নারীর উপর ফরয, আর জুমু'আ সকলের উপর ফরয নয়, (২) যোহর হলো মূল সালাত, আর জুমু'আ হলো যোহরের পরিবর্তে। (৩) জুমু'আর কিরাআত প্রকাশ্যে আর যোহরের কিরাআত চুপে চুপে। (৪) জুমু'আর ফরয দুই রাকা'আত আর যোহরের ফরয চার রাকা'আত, (৫) জুমু'আয় খুৎবা আছে; কিন্তু যোহরের কোনো খুৎবা নেই।

প্রশ্ন-৬. জুমু'আর সালাতের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়?

উত্তর: অধিকাংশ আলেমের মতে, জুমু'আ ও যোহরের সময় একই। যখন যোহর শুরু হয় জুমু'আও তখনই শুরু হয়। অর্থাৎ ঠিক দুপুরে সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে কিছুটা ঢলে পড়লে জুমু'আর সময় শুরু হয়। [বুখারী: ৪১৬৮]

প্রশ্ন-৭. কমপক্ষে কতজন মুসল্লী হলে জুমু'আর সালাত আদায় করা যায়?

উত্তর: এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখপূর্বক কোনো হাদীস খোঁজে পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞ আলেমদের মতে, ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে ৩ জন হলেই যথেষ্ট। একজন খুৎবা দেবে, বাকি তিনজন শোনবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। আর এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।

প্রশ্ন-৮. কতটুকু ছোট গ্রামে জুমু'আ আদায় করা জায়েয হবে?

উত্তর: যত ছোট গ্রামই হোক সেখানে জুমু'আ পড়া জায়েয আছে। খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহরাইনের অধিবাসীদের লিখেছেন, তোমরা যেখানেই থাক জুমু'আ পড়। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; বুখারী ৮৯৩, ইফা ৮৯৩, আধুনিক ৮৪২]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা-মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী পথে ছোট ছোট জনপদগুলোতে মানুষকে জুমু'আ পড়তে দেখেছেন। তিনি তাতে কোনো আপত্তি করতেন না। [মুসান্নাফে আঃ রাযযাক]

অপরদিকে পাড়াগ্রামে জুমু'আ হবে না মর্মে খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনার প্রচলন এ দেশে আছে। আসলে এটি সহীহ হাদীস নয়। [মাজাল্লাতুল বুহসিল ইসলামিয়া- ১৬/৩৫২-৩৫৪, ২২/৭৫]

উল্লেখ্য যে, কোনো অমুসলিম দেশে পড়াশোনা বা চাকরিরত অবস্থায় সেখানে মসজিদ না থাকলে কোনো একটি রুমে ৩ জন মিলে জুমু'আ পড়লেও তা আদায় হয়ে যাবে। [মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়া- ১৫/৮৫]

আঠারোতম অধ্যায়

খতীব সাহেবদের ভুল-ত্রুটি

প্রশ্ন ৫১. খতীব সাহেবদের মধ্যে সচরাচর কী কী ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়?

উত্তর: খতীব সাহেবদের মধ্যে সচরাচর যেসব ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়–

১. খুৎবা লম্বা করা এবং সালাত সংক্ষেপ করা। অথচ সুন্নাত হলো সালাত হবে দীর্ঘ এবং খুৎবা হবে সংক্ষিপ্ত।

২. খুৎবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করা, ভালো খুৎবা তৈরি না করা এবং মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী খুৎবার বিষয়বস্তু নির্ধারণ না করা।

৩. খতীবের খুৎবার ভাষণে আরবী ও বাংলায় ভাষাগত ভুল থাকা।

৪. দুর্বল হাদীস দিয়ে উদ্ধৃতি পেশ করা।

৫. খুৎবায় কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত না করা। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াতী কার্যক্রমের খেলাফ।

৬. খুৎবার বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করা। অর্থাৎ বক্তব্য অনুযায়ী ভাব প্রদর্শন না করা।

৭. বই দেখে একই খুৎবা বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করা। এমন আরবীতে খুৎবা পড়া, যা মুসল্লীরা বুঝেন না। এমনকি অনেক খতীব সাহেব নিজেও বুঝেন না।

৮. জামা'আত শেষে বিভিন্ন হাজত পূরণের জন্য মুসল্লীদের নিয়ে দলগতভাবে মুনাজাত করা, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

জীবদ্দশায় একদিনও করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেননি এমন কোনো কাজ আমাদের চোখে ভালো মনে হলেও তা ইবাদত হতে পারে না। বাহ্যত ভালো লাগলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে নতুন কোনো পদ্ধতি প্রবর্তন করা ইসলাম অনুমোদন করে না।

উনিশতম অধ্যায়

খতীব সাহেবদের করণীয় ও বর্জনীয়

প্রশ্ন ৫২. খতীব সাহেব কেমন হওয়া উচিত? তিনি কী কী কাজ বর্জন করবেন?

উত্তরঃ তার কাজ অনেক। তবে প্রাধান্য ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত কাজ করা আবশ্যক:

১. খতীব হবেন তার নিজ মহল্লাবাসীর জন্য একজন উত্তম ও আদর্শ দা'ঈ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দাওয়াতী কাজ করে যাবেন, রিয্ক হাসিলের জন্য নয়।

২. খতীব সাহেব সর্বদা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন করতে থাকবেন। প্রতিনিয়ত ইল্‌ম অর্জন করে যাবেন। কারণ ইলমের গভীরতা না থাকলে তিনি মুসল্লিদের কী দেবেন?

৩. ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবেন। তার চরিত্র হবে সুন্দর। তিনি হবেন সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

৪. খতীব সাহেব নিজে খুৎবা তৈরি করবেন। এটি একেবারে সহজ কাজ। প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ ... বা নাহমাদুহূ ওয়ানুসাল্লি আলা ... পড়বেন। অতঃপর কালেমা শাহাদাত ও দরূদ শরীফ পড়বেন। পূর্ব থেকেই একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নেবেন এবং এ অনুযায়ী কিছু পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নিয়েও রাখবেন। যে বিষয়ে খুৎবা দেবেন সে বিষয়ে কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত ও সংশ্লিষ্ট কয়টি হাদীস বলবেন। এগুলোর বাংলা অর্থ তখনি বলে দেবেন, সাথে সাথে কিছু নসীহত ও উপদেশ প্রদান করবেন। দ্বিতীয় খুৎবা প্রথম খুৎবার মতোই। দ্বিতীয় খুৎবার শেষাংশে দু'আ করবেন। এ সময় ইমাম সাহেব হাত উঠাবেন না। আর মুসল্লীরাও হাত না উঠিয়েই আস্তে আস্তে আমীন বলবে। এইতো খুৎবা হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, দু'আর জন্য অত্র বইয়ের লেখক কর্তৃক সংকলিত 'শুধু আল্লাহর কাছে চাই' নামক দু'আর বইটি দেখে নিতে পারেন।

৫. সময়ের দাবি অনুযায়ী খুৎবার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। ধরা-বাধা ছাপানো বারো চান্দের একই খুৎবা বছরের পর বছর পড়া উচিত নয়।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট, সমসাময়িক অবস্থা ও ঘটনাবলি এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সামনে রেখে খুৎবার ভাষণ প্রস্তুত করা।

৭. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে খুৎবা প্রদান করা।

৮. খুৎবায় আকীদার বিষয়বস্তুকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া। কারণ আকীদা শুদ্ধ হলে ইবাদত শুদ্ধ, আর তা ভুল হলে ইবাদতও ভুল হয়ে যায়। আকীদার বিভ্রান্তিতে একজন মুমিন কখনো কখনো ঈমান থেকেও খারিজ হয়ে যায়।

৯. হাদীসের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সর্বদা সহীহ হাদীস পেশ করা। দুর্বল ও জাল হাদীস পরিহার করা। এ জাতীয় হাদীস দিয়ে হুকুম, আহকাম ও ফযীলত বর্ণনা না করা।

১০. খুৎবার সময় প্রবেশকারী কোনো মুসল্লিকে বসে পড়তে দেখলে খতীবের উচিত তাকে দু' রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সালাত আদায় করে বসতে বলা।

১২. দলীলের বিশুদ্ধতা যাচাই করে বক্তব্য প্রদান করা এবং কোনো মাসআলা ভুল প্রমাণিত হলেও এর প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব না করা।

১৩. সূর করে খুৎবা না দেওয়া।

১৪. হাদীস ও অন্যান্য আরবী ইবারত পাঠে ইখফা, ইদগাম, ইযহার বা তাজবীদের কায়দা প্রয়োগ না করা। কারণ তাজবীদের হুকুম প্রয়োগ শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য খাস।

১৫. নামাযী, বেনামাযী, ধনী, গরীব, মুমিন, মুনাফিক সকল শ্রেণীর লোকের সাপ্তাহিক এ সমাবেশকে দাওয়াতী কাজের এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে এর সদ্ব্যবহার করা।

আল্লাহ আমাদের সকলের যাবতীয় নেকআমল কবুল করুন। আমীন!

সমাপ্ত